যায়যায়দিন

তারিখ 25 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি অঘোষিতভাবে বিলুপ্ত

যাযাদি রিপোর্ট

ক্ষমতার অপব্যবহার ও নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে একটি সার্চ কমিটি গঠন করেছিল। এ সার্চ কমিটির মাধ্যমে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যও নিয়োগ করে তারা। কিন্তু ক্ষমতার পালা বদলের পরপরই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও প্রক্টরসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিবর্তন এনেছে মহাজোট সরকার।

সার্চ কমিটি হওয়ায় শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্টরা ধারণা করেছিলেন, নির্বাচিত সরকার সার্চ কমিটি পুরোপুরি বাদ না দিয়ে পুনর্গঠন করে উপাচার্য নিয়োগ করবে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হলো না। অনেকটা অঘোষিতভাবেই উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটিটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ভিসি ও প্রো-ভিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিবর্তন এনেছে মহাজোট সরকার

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, শীর্ষ পদগুলোর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাদের অব্যাহতি দিয়ে দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সর্বশেষ রবিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ভিসি অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম, প্রো-ভিসি অধ্যাপক চৌধুরী আলী কাউসার ও মোহাম্মদ কামাল এবং ট্রেজারার রুহুল আমিন মিয়া একযোগে পদত্যাগ করেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারবিহীন রয়েছে।

এ বছরের ১৫ জানুয়ারি প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে নিয়োগের মাধ্যমে উপাচার্য বদলের যাত্রা শুরু হয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। মেয়াদ শেষ হওয়ার দেড় বছর আগেই ২৪ জানুয়ারি প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার ও কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদকে সরিয়ে দেয়া হয়। প্রো-ভিসি পদে নিয়োগ দেয়া হয় প্রভাবশালী শিক্ষক নীল দলের আহ্বায়ক প্রফেসর হারুন-অর-রশীদ ও কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয়া হয় যুবলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর মিজানুর রহমানকে।

গত বছর ২৬ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক পৃ ১৫ >> ক ৪